ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1602-1608
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.381

জৈন নীতিতত্ত্বের প্রেক্ষিতে জীব ও অজীব তত্ত্ব: একটি পর্যালোচনা

ঝুমা মন্ডল, *আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Jainism is one of the most ancient philosophical and religious traditions of India. Umāsvāti identifies seven fundamental principles: Jīva (soul), Ajīva (non-soul), Āsrava (influx of karma), Bandha (bondage), Saṃvara (stoppage of karmic influx), Nirjarā (shedding of karma), and Mokṣa (liberation). These constitute the core doctrinal framework of Jain philosophy. According to Jain metaphysics, reality is fundamentally composed of two categories: Jīva and Ajīva. Jīva is a conscious entity characterized by knowledge, perception, bliss, and energy. However, due to karmic bondage, the soul is unable to realize its true nature and remains entangled in the cycle of saṃsāra. In contrast, Ajīva consists of non-conscious elements that support and condition the existence and activities of Jīva.The concepts of Jīva and Ajīva are central not only to the metaphysical structure of Jain philosophy but also to its ethical and spiritual dimensions. A proper understanding of karmic processes, the nature of bondage, and the path to liberation requires a detailed examination of these two categories.This paper seeks to present a systematic analysis of the nature, classification, and interrelationship of Jīva and Ajīva within the framework of Jain philosophy. It also aims to explore their philosophical significance and their connection to the Jain doctrine of liberation (mokṣa), thereby offering a comprehensive understanding of their overall importance.

Keywords: Jain Philosophy, Jīva and Ajīva, TattvārthaSūtra, Umāsvāti, Karma Theory, Mokṣa (Liberation), Indian Philosophy, Metaphysics in Jainism

ভারতীয় দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে সাধারণ মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হেতু। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি প্রধানত আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দ্বিবিধ। বেদের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির এরূপ শ্রেণীবিন্যাস। বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী দর্শন সম্প্রদায়গুলি আস্তিক বা বৈদিক এবং বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী দর্শন সম্প্রদায়গুলি নাস্তিক বা অবৈদিক নামে পরিচিত। নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় হল তিনটি- চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন। নাস্তিক হলেও এই তিন দর্শন সম্প্রদায় স্বমহিমায় মহিমান্বিত হয়ে এই আস্তিক দর্শনের ভূমিতে বহুকাল ধরে বিরাজমান। নাস্তিক মানেই যে ধর্ম ও নীতি বিরোধী নয়, তার প্রমাণস্বরূপ আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে জৈন দর্শন। নাস্তিক হওয়া সত্বেও এই দর্শন সম্প্রদায় ধর্ম ও নীতির মহিমায় যে কোনো আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। জৈন ধর্মের ইতিহাস বহু প্রাচীন। জৈন শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে 'জিন' শব্দ থেকে এবং 'জিন' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে সংস্কৃত 'জি' ধাতু

থেকে। যার অর্থ হল 'জয়লাভ করা' বা 'জয়ী'। অর্থাৎ যিনি কঠোর সংযমের দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য আদি বন্ধনের কারণগুলিকে জয় করেছেন এবং বস্তুর যথাযথ স্বরূপ অবধারণ করে তত্ত্বগ্য হয়েছেন তিনিই হলেন জিন। জিনদের 'তীর্থঙ্কর' বা 'সিদ্ধপুরুষ' বলা হয়। যারা জিন বা তীর্থঙ্করদের উপদেশ অনুসরণ করেন তারা 'জৈন' নামে পরিচিত। ভারতীয় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হল জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি। অর্থাৎ দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তি লাভ। জৈন দর্শনও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতীয় দর্শনের অনুরূপ জৈন দর্শনেরও মূল উদ্দেশ্য হল মোক্ষ লাভ। মোক্ষ লাভ করলে জীবন পরিপূর্ণ হয় এবং জীবের জন্ম-মৃত্যু চক্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। সাধারণত জন্ম জনিত জীবের নানান প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগকে বন্ধন বলা হয়। জৈন দর্শনে দুঃখ কষ্ট জর্জরিত সংসারী আত্মাকেই জীব বলা হয়েছে। জীবের এই সংসারী অবস্থায় হল বদ্ধাবস্থা। এই বদ্ধাবস্থা হল দুঃখ ও বেদনার অবস্থা, কিন্তু জীব বা আত্মার স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত। অনন্তজ্ঞান, অনন্তশক্তি ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী। 'এই দর্শনের মূল কথা হল- জীব ও (পুদ্গল) অজীব সংযুক্ত হলে জীবের সঙ্গে পুদ্গল বা কর্মপুদ্গালের সংযোগ ঘটে। পুদ্গল সংযোগ হেতু জীবের দেহ প্রাপ্তি হয় এবং দেহ প্রাপ্তির জন্যই বন্ধন হয়। এই প্রক্রিয়া বন্ধ করে পুদ্গালের সম্পূর্ণ বিযুক্তি ঘটিয়ে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়'।[১] কিন্তু কোন উপায়ে মুক্তি লাভ সম্ভব? এ প্রসঙ্গে উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে বলেছেন- "সম্যগ্দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রানি মোক্ষমার্গঃ"। অর্থাৎ সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র- এই তিনটি হল মোক্ষ লাভের উপায়, এই তিনটিকে একত্রে "ত্রিরত্ন" বলা হয়।[২] জৈন মতে চরিত্র নিরপেক্ষ জ্ঞান বা জ্ঞান নিরপেক্ষ চরিত্র বা কেবল শ্রদ্ধা দ্বারা কখনো মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব নয়। অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করতে হলে ত্রিরত্নের একত্র অনুশীলন প্রয়োজন। সম্যক্ দর্শন প্রসঙ্গে উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন- "তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানাং সম্যগ্দর্শনম"। অর্থাৎ তত্ত্বভূত পদার্থ বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তার বিপরীত অভিনিবেশ বর্জনই হল সম্যক্ দর্শন।[৩] কিন্তু তত্ত্ব কি? এ প্রসঙ্গে শ্রুতসাগরসুরী তাঁর তত্ত্বার্থবৃত্তি গ্রন্থে বলেছেন- "যে অর্থ যেভাবে ব্যবস্থিত সেই অর্থকে সেভাবে জানাই হল তত্ত্ব।"[৪] জৈন দর্শনে তত্ত্বের সংখ্যা বিষয়ে মতভেদ থাকলেও উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ সূত্রে বলেছেন- "জীবাজীবাস্রব-বন্ধ-সংবর-নির্জরা মোক্ষাস্তত্ত্বম্।" অর্থাৎ জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ- এই সাতটি তত্ত্বই হল জৈনদের মূলতত্ত্ব।[৫] জৈন মতে, সমগ্র বিশ্বজগৎ দুটি মৌলিক তত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত- জীব ও অজীব। জৈন দর্শনে জীবকে চৈতন্য সম্পন্ন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার প্রকৃত স্বরূপ হল জ্ঞান, দর্শন, আনন্দ ও শক্তি। কিন্তু কর্মের বন্ধনের কারনে জীব তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না এবং সংসার চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অজীব হল সেই সকল অচৈতন্য উপাদান, যা জীবের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করে। জৈন দর্শনের আলোকে জীব ও অজীব তত্ত্ব কেবল বিশ্বতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে। জীবের উপর কর্মের প্রভাব, কর্মবন্ধন ও তার থেকে মুক্তির উপায় বোঝার জন্য জীব ও অজীব তত্ত্বের বিশ্লেষণ অপরিহার্য। তাই জৈন দর্শনের মৌলিক কাঠামো অনুধাবন করার জন্য জীব ও অজীব- এই দুই তত্ত্বের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী। এই গবেষণা প্রবন্ধে জৈন দর্শনের আলোকে জীব ও অজীব তত্ত্বের প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাস ও পারস্পরিক সম্পর্কের একটি বিশদ পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি এই তথ্য গুলির দার্শনিক গুরুত্বের এবং জৈন মোক্ষতত্ত্বের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টির সামগ্রিক তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা হবে।

জীব:

অন্যান্য দর্শনে যাকে আত্মা বলা হয়, তাই জৈন দর্শনে 'জীব' নামে পরিচিত। ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়গুলির লক্ষ্য যেহেতু মোক্ষ লাভ তাই আত্মার আলোচনা সকল দর্শনেই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তবে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের অভিমত ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- নাস্তিক শিরোমনি চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ দেহাত্মবাদ নামে পরিচিত। এই মতে দেহের অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। চার্বাক মতে সমগ্র জীব ও জড়জগৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ- এই চতুর্ভুতের সমন্বয়ে গঠিত। এই চর্তুভূতের সমন্বয়ে জীবদেহে চৈতন্য নামক গুণ উদ্ভূত হয়। দেহের বিনাশ ঘটলে চৈতন্যেরও বিনাশ ঘটে। বৌদ্ধদের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ নৈরাত্মবাদ নামে পরিচিত। এই মতে সবকিছুই অনিত্য। আত্মা বলে বাহ্য জগতে স্থায়ী দ্রব্য বলে কিছু নেই এবং মনোজগতেও আত্মা বলে কোন স্থায়ী দ্রব্য নেই। এই মতে বিজ্ঞান বা চৈতন্য প্রবাহই আত্মা। বিজ্ঞান ক্ষণিক। "ক্ষণিকবাদ অনুযায়ী একটি বস্তু যে ক্ষনে উৎপন্ন হয়, তার পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়। বস্তুর বিনাশ ক্ষনেই ওই বস্তুর সদৃশ্য অপর একটি বস্তু উৎপন্ন হয়।"[৬] চক্র, দন্ড, আসন প্রভৃতি অংশের অতিরিক্ত রথ বলে যেমন কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না তেমনি পঞ্চ স্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান-এর) অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। ন্যায় দর্শনে আত্মাকে দ্বাদশ প্রমেয়র মধ্যে প্রথম প্রমেয় বলা হয়েছে। ন্যায় মতে আত্মা নিত্য; আত্মার উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। আত্মা বিভু, চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। সাংখ্য দর্শনে আত্মাকেই পুরুষ বলা হয়েছে। মীমাংসা মতে আত্মা নিত্য ও অসীম দ্রব্য বিশেষ। অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা হল ব্রহ্ম। আত্মা চৈতন্য, আনন্দস্বরূপ, একমাত্র সৎ।

জৈন দার্শনিক উমাস্বাতি তত্ত্বের যে ক্রমবিন্যাস করেছেন, তার মধ্যে প্রথম তত্ত্ব হল 'জীব'। সাধারণত আমরা জীব বলতে বুঝি, যার জীবন আছে। তবে জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, যার চৈতন্য আছে তাই জীব। অর্থাৎ চেতনা যে দ্রব্যের স্বরূপ ধর্ম, সেই দ্রব্যই হল জীব। জৈন মতে, যে কোন চেতন দ্রব্য, তাতে সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন বা তার চেতনা যতই স্বল্প হোক না কেন- তা জীব পদবাচ্য। জৈন মতে জীব কখনোই চেতনাহীন হয় না। জীব জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। জীবের লক্ষণে উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থে বলেছেন- "উপযোগো লক্ষণং"। অর্থাৎ যা উপযোগ লক্ষণ বিশিষ্ট, তাই হল জীব।[৭] যার দ্বারা প্রতিটি বস্তুর চেতন ও অচেতনের স্বতন্ত্রীকরণ বা পৃথকীকরণ করা হয়, সেই যে বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান, তাকে বলা হয় উপযোগ। এই উপযোগ সাকার ও নিরাকার ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞান উপযোগকে বলা হয় সাকার ও দর্শন উপযোগকে বলা হয় নিরাকার। জ্ঞান উপযোগ হল আটটি- মতিজ্ঞানোপযোগ, শ্রুতজ্ঞানোপযোগ, অবধিজ্ঞানোপযোগ, মনঃপর্যায়জ্ঞানোপযোগ, কেবলজ্ঞানোপযোগ, মত্যজ্ঞানোপযোগ, শ্রুতাজ্ঞানোপযোগ এবং বিভঙ্গজ্ঞানোপযোগ। আবার দর্শন উপযোগ চারটি- চক্ষু দর্শনোপযোগ অচক্ষু দর্শনোপযোগ, অবধি দর্শনোপযোগ এবং কেবল দর্শনোপযোগ।[৮]

জীবের স্বরূপ প্রসঙ্গে তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে- "ঔপশমিক-ক্ষায়িকৌ ভাবৌ মিশ্রশ্চ জীবস্য স্বতত্ত্বমৌদয়িক- পারিনামিকৌ চ"। অর্থাৎ ঔপশমিক, ক্ষায়িক, মিশ্র, ঔদয়িক ও পারিণামিক- এই পাঁচটি ভাব হল জীবের স্বরূপ।[৯] যে অবস্থা জীবের কর্ম দমনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে বলে ঔপশমিক ভাব। এই অবস্থায় কষায়গুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে সেগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না। ফলে জীবের মধ্যে সম্যকত্ব ও চারিত্র লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় ভাব হল ক্ষায়িক। প্রথম স্তরটি থেকে উন্নত হয়ে জীব আরও অগ্রসর হলে তার পক্ষে কর্মকে অপসারণ করা সম্ভব হয়, এই ভাবই হল ক্ষায়িক ভাব। যেহেতু কর্মের বন্ধন থাকে না, তাই এই স্তরে সব কিছুর উন্নতি হয়। জ্ঞান, দর্শন, দান, লাভ, ভোগ, উপযোগ, বীর্য, সম্যকত্ব ও চারিত্র- এই

নয়টি হলো ক্ষায়িক ভাব। কর্ম আংশিক নিয়ন্ত্রিত হলে এবং আংশিক বর্জিত হলে জীবের সেই অবস্থাকে বলা হয় মিশ্রভাব। চার প্রকার জ্ঞান (মতিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধিজ্ঞান, মনঃপর্যায় জ্ঞান), তিন প্রকার অজ্ঞান (মত্যজ্ঞান, শ্রুতাজ্ঞান ও বিভঙ্গজ্ঞান), তিন প্রকার দর্শন (চক্ষু দর্শন, অচক্ষু দর্শন ও অবধি দর্শন), পাঁচ প্রকার লবধি (দান লবধি, লাভ লবধি, ভোগ লবধি, উপভোগ লবধি এবং বীর্য লবধি), সম্যকত্ব, চারিত্র ও সংযমাসংযম- এ আঠারোটি হল মিশ্র ভাব বা ক্ষায়োপশমিক ভাব। জীব নিজের চেষ্টায় যে সকল কর্মগুলিকে দমন করে রাখে বা যে সকল কর্মগুলিকে নিজের চেষ্টায় বর্জন করে সেগুলি পুনরায় উদিত হয় এবং তাদের ফল উৎপন্ন করে, এরূপ স্তরকে বলা হয় ঔদয়িক ভাব। চার প্রকার গতি (নরক গতি, তির্যক গতি, মনুষ্য গতি ও দেব গতি), চার প্রকার কষায় (ক্রোধ, মান, লোভ ও মায়া), তিন প্রকার লিঙ্গ (স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গ), মিথ্যা দর্শন, অজ্ঞান, অসংযম, অসিদ্ধভাব এবং ছয় প্রকার লেশ্যা (কৃষ্ণ লেশ্যা, নীল লেশ্যা, কপোত লেশ্যা, তেজো লেশ্যা এবং শুক্ল লেশ্যা)- এই একুশটি হল ঔদয়িক ভাব। সর্বশেষ অবস্থা তথা সর্বশেষ ভাব হল পারিণামিক ভাব। এটি হল জীবের স্বাভাবিক প্রবণতার স্তর, যা কর্ম বিনষ্ট করতে পারে না। যেমন- তার আধ্যাত্মিক স্বরূপ, মোক্ষের সামর্থ্য বা অসামর্থ্য প্রভৃতি।জীবত্ব, ভব্যত্ব ও অভব্যত্ব- এই তিনটি হল পারিণামিক ভাব।

উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থে জীবের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন- "সংসারিনো মুক্তাশ্চ"। অর্থাৎ জীব দুই প্রকার-সংসারী ও মুক্ত।[১০] যে সকল জীব সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে বা জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে, তারা সংসারী জীব। অর্থাৎ সংসারী জীব জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিচরণশীল। অপরক্ষেত্রে যারা পদার্থকে ক্ষয় করে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন, তারা হলেন মুক্তজীব। সংসারী জীবকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে- সমনস্ক ও অমনস্ক। সমনস্ক জীবের চিন্তন ক্ষমতা আছে। অমনস্ক জীবের চিন্তন ক্ষমতা নেই। আরও অন্য এক দিক থেকে সংসারী জীব দ্বিবিধ- ত্রস ও স্থাবর। যে সকল জীব গতিশীল, অর্থাৎ যারা নড়াচড়া করতে পারে তারা হল ত্রস। ত্রস জীব দ্বিবিধ- বিকলেন্দ্রীয় ও সকলেন্দ্রিয়। দ্বীন্দ্রিয় থেকে চতুরিন্দ্রিয় জীবকে বলা হয় বিকলেন্দ্রীয় জীব এবং পঞ্চেন্দ্রিয় জীবকে বলা হয় সকলেন্দ্রিয় জীব। দ্বীন্দ্রিয়- স্পর্শ ও রসনা- শঙ্খ, শামুক। ত্রিন্দ্রিয়- স্পর্শ, রসনা ও ঘ্রাণ- পিপীলিকা, জোঁক। চতুরিন্দ্রিয়- স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ ও চক্ষু- মৌমাছি, মাছি। পঞ্চ ইন্দ্রিয়- স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ, চক্ষু ও কর্ণ- মানুষ, পশু, পক্ষী।[১১] যে সকল জীব গতিহীন, অর্থাৎ যারা নড়াচড়া করতে পারে না তারা হল স্থাবর। স্থাবর জীব একেন্দ্রীয় বিশিষ্ট হয় এবং এদের শুধুমাত্র স্পর্শ অনুভূতি আছে। এদের চেতনা সবচেয়ে নিম্ন স্তরের হয়। উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্রে স্থাবর জীবকে তিন প্রকার বলেছেন- পৃথিবীকায়িক, জলকায়িক ও বনস্পতিকায়িক।[১২] তবে সিদ্ধসেন গণী ও অন্যান্য জৈন দার্শনিকদের মতে বায়ুকায় ও তেজোকায়ও স্থাবর জীবের অন্তর্ভুক্ত।

অজীব:

জৈন মতে অজীব হল চেতনহীন জড়। আত্মা বা জীব সম্পর্কে যেমন দার্শনিকদের অভিমত ভিন্ন ভিন্ন তেমনি জড় সম্পর্কেও দার্শনিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। যেমন- চার্বাক দর্শন জড়বাদী দর্শন নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, যে মতবাদ জগৎ ও জীবনকে কেবল জড়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে বা জীবনকে জড়ের রূপান্তর বলে বর্ণনা করে, সেই মতবাদকে বলা হয় জড়বাদ। চার্বাক মতে জড়তত্ত্বই একমাত্র সত্য। এই মতে চেতনাও জড় থেকে উৎপন্ন হয় এবং তা জড়েরই গুন বা ধর্ম বিশেষ। বৌদ্ধ সৌত্রান্তিক ও বৈভেষিকগণ হলেন বস্তুবাদী। অর্থাৎ এরা মন-নিরপেক্ষভাবে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞানবাদ অনুযায়ী বিজ্ঞান বা চেতনায় একমাত্র সত্য এবং মাধ্যমিক শূন্যবাদ অনুযায়ী সকল প্রকার তত্ত্ব শূন্য। এছাড়াও ন্যায়-বৈশেষিক মতে সাবয়ব পদার্থ পরমাণুর সৃষ্টি। এই মতে পার্থিব, জলীয়,

তৈজস ও বায়বীয় ভেদে পরমাণু চর্তুবিধ। এই চর্তুবিধ পরমাণু থেকেই জাগতিক স্থূল বস্তুর উৎপত্তি হয়। সাংখ্য মতে প্রকৃতি হল জগতের আদি উপাদান ও অধিষ্ঠান। এই মতে বিচিত্র জগৎ প্রকৃতির পরিনাম ছাড়া আর কিছুই নয়। একইভাবে মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনেও এ বিষয়ে নিজস্ব মতামত লক্ষ্য করা যায়।

জৈন মতে জীবের মত অজীবও সৎ। জীবের লক্ষণের বিপরীত লক্ষণই অজীব। অর্থাৎ অজীব হল চেতনাহীন জড়। তত্ত্বার্থসূত্র অনুযায়ী - "অজীবকায়া ধর্মাধর্মাকাশপুদগলাঃ"। অর্থাৎ ধর্ম, অধর্ম আকাশ ও পুদগল - এই চারটি হল অজীবকায়।[১৩] আমরা সাধারণত ধর্ম ও অধর্ম শব্দ দুটিকে 'পূণ্য' ও 'পাপ' অর্থে ব্যবহার করে থাকলেও জৈন দর্শনে অজীব তত্ত্ব রূপে ধর্ম হল 'গতি' ও অধর্ম হল 'স্থিতি'। জৈন মতে ধর্ম হল গতির অনুকূল, তা গতিকে সম্ভব করে তোলে। অধর্ম হল স্থিতির অনুকূল। তবে ধর্ম ও অধর্ম গতি ও স্থিতির সহায়ক হলেও এরা গতি ও স্থিতির উৎপাদক নয়; আবার ধর্ম ও অধর্ম গতি ও স্থিতির সহকারী কারণ মাত্র, মুখ্য কারণও নয়। আকাশ হল বিস্তৃতিযুক্ত দ্রব্যের অধিষ্ঠান। জৈন মতে কাল ছাড়া সকল দ্রব্যই বিস্তৃতি যুক্ত। ফলে কাল ছাড়া সকল দ্রব্যের আশ্রয় হল আকাশ। তাই বলা যায়, এমন কিছু নেই যা আকাশে অবস্থান করে না। আকাশ সর্বত্র বিরাজমান। আকাশকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না। বস্তুর বিস্তৃতি দেখে আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করতে হয়। জৈন মতে আকাশ দ্বিবিধ- লোকাকাশ ও আলোকাকাশ। লোকাকাশ বিস্তৃতিযুক্ত দ্রব্যের অধিষ্ঠান এবং আলোকাকাশ বস্তুশূন্য। পুদগল হল চেতনাহীন জড়দ্রব্য, যে দ্রব্য সংযোগ ও বিভাগযোগ্য (পুরয়ন্তি গলন্তি চ) তাই পুদগল।[১৪] দ্রব্যের দুটি রূপ- অনু ও সংঘাত বা স্কন্ধ। একটি জড় দ্রব্যকে ক্রমাগত বিভাগ বা বিশ্লেষণ করলে যে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা পাওয়া যায়, তাই হল অনু এবং একাধিক অনুর সমন্বয়ে উৎপন্ন হয় সংঘাত বা স্কন্ধ। ঘট, পট আদির মতো সকল স্থূল দ্রব্য হল সংঘাত। আবার কোন কোন জৈন দার্শনিক জীব ও অজীবএই দুটি তত্ত্বকে স্বীকার করে কালকে অজীব তত্ত্বের অন্তর্গত করেছেন। তাদের মতে কাল হল অনস্তিকায় অজীব দ্রব্য। উমাস্বাতী তাঁর তত্ত্বার্থসূত্রে বলেছেন- স্থায়িত্ব, পরিবর্তন, গতি, নতুন গুণের সংযোজন ও পুরাতন গুণের পরিবর্তন কালের জন্য সম্ভব।[১৫] জৈন মতে কাল নিত্য ও অবিভাজ্য। কাল দেশ বা স্থান অধিকার করে থাকে না বা তার দ্বারা সীমিতও নয়। এই জন্যই কালকে অনস্তিকায় বা বিস্তৃতিহীন দ্রব্য বলা হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাল এক, অবিভাজ্য ও নিত্য হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাল দিন, ক্ষণ, প্রহর প্রভৃতিতে বিভক্ত ।

উপসংহার:

জৈন দর্শন হল ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের একটি প্রাচীন ও স্বতন্ত্র দর্শন। যেখানে বিশ্বজগতের প্রকৃতি, জীবনের উদ্দেশ্য ও মোক্ষ লাভ সম্পর্কে একটি সুসংহত ও যুক্তি নির্ভর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এই মতে সমগ্র বিশ্বজগত দুটি মৌলিক তত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত- জীব ও অজীব। জীব হল চৈতন্য সম্পন্ন এবং অজীব হল জীবের বিপরীত তথা চেতনাহীন। এই দুই তত্ত্বের পারস্পারিক সম্পর্কই বিশ্বজগতের গঠন ও পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে। জৈন মতে জীব স্বরূপত অনন্তজ্ঞান, অনন্তদর্শন, অনন্তআনন্দ ও অনন্ত শক্তির অধিকারী। কিন্তু সংসারী জীব তার এই প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনা, কারণ সে কর্মবন্ধনের আবদ্ধ থাকে। কর্ম জীবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ করে রাখে। অন্যদিকে পুদগল, ধর্ম, অধর্ম ও আকাশ- এই চারটি হল অজীব তত্ত্ব। পুদগল ভৌত জগতের গঠনমূলক উপাদান হিসেবে কাজ করে, ধর্ম গতির নিয়ামক ও অধর্ম স্থিতির নিয়মক এবং আকাশ কাল ছাড়া সকল বিস্তৃতিযুক্ত দ্রব্যের অধিষ্ঠান- এভাবে জৈন দার্শনিকরা বিশ্বজগতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে কোন সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের প্রয়োজন স্বীকার করা হয় না। এছাড়াও জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক জৈন দর্শনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিকেউ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যেহেতু জৈন মতে সকল জীবের মধ্যে আত্মা বিদ্যমান

এবং প্রত্যেক জীবের মধ্যেই মুক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাই এই দর্শনে সকল জীবের প্রতি সহমর্মিতা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবেই অহিংসা জৈন নীতিতত্ত্বের কেন্দ্রীয় নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অহিংসা কেবল মানুষের প্রতি নয় বরং সকল জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাতে সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি জৈন দর্শনকে মানবতাবাদী ও পরিবেশ সংবেদনশীল দর্শনে পরিণত করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. বাগচী, দীপক কুমার। (২০১৪), ভারতীয় নীতিবিদ্যা। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ৯৭।
২. তত্ত্বার্থসূত্র, ১/১
৩. তদেব, ১/২
৪. তত্ত্বার্থবৃত্তি, ১/২
৫. তত্ত্বার্থসূত্র, ১/৪
৬. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার। (২০০৮) ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৮১।
৭. তত্ত্বার্থসূত্র, ২/৮
৮. তদেব, ২/৯
৯. তদেব, ২/১
১০. তদেব, ২/১০
১১. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। (২০১৩), ভারতীয় দর্শন। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১১৯।
১২. তত্ত্বার্থসূত্র, ২/১৩
১৩. তদেব, ৫/১
১৪. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার। (২০১৪), ভারতীয় দর্শন। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ১২৩।
১৫. Chatterjee and Dutta, S.C. and D.M. An Introduction To Indian Philosophy (1984). C.U., P- 97.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভট্টাচার্য, অমিত। জৈন দর্শন। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০৩।
২. মুণিজী, শ্রী সুজয়। জৈন ধর্ম ও শাসনাবলী। শ্রী অখিল ভারতীয় স্বারক জৈন সংগঠন, প্রথম সংস্করণ ৬ই মে, ২০০০।
৩. সেন, অমূল্যচন্দ্র। জৈন ধর্ম। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮, শ্রাবণ।
৪. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি। (অনুদিত) মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ। প্রথম খন্ড ১৩৮৩, দ্বিতীয় খন্ড ১৩৬৩।
৫. ব্রহ্মচারী, শ্রী নিরঞ্জন স্বরূপ। জৈন দর্শনের দিগদর্শন। সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৭৫।
৬. গুপ্ত, দীক্ষিত। নীতিবিদ্যা। পরিবেশক প্রেস, প্রথম প্রকাশ ২০০৩ ।
৭. সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার (বঙ্গানুবাদ)। সর্বদর্শন সংগ্রহ (সায়ন মাধবীয়)।সদেশ, কলকাতা ২০১১।
৮. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৮।

৯. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় নীতিবিদ্যা। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১৪।

১০. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। ভারতীয় দর্শন। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৩।

১১. Bhargava, Dayananda. Jain Ethics. Motilal Banarsidass, Delhi, Vanarasi, Patna, First edition - 1968.

১২. Williams, R. Jain Yoga. London, Oxford University Press, New York, Toronto - 1963.